জয় শ্রীযমুনে কলিমল হারিণী

(শ্রীশ্রীযমুনাদেবী - মাহাত্ম্য)

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

অখিল লীলাময় পরমপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অব্যয়, নিত্য অক্ষয় ধাম পরম রমণীয় গোলোকধাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই গোলোকে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন বিরাজিত। তথায় গোপগণ পরিবেষ্টিত বসন্ত সময়োচিত আচরণ সুনিপুণা গোপী ও গোপগণ অক্ষয়পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কল্পপাদপের লতাজালে তাঁহাদিগের দিব্য রাসমণ্ডল সর্বদাই বিমণ্ডিত রহে। এইখানে শ্যামা যমুনা নদী অনন্ত লহরী তুলিয়া প্রবাহিত। তাহার তীর-সোপান-শ্রেণী বৈদুর্য্যাদি রত্নজালে অত্যুজ্জ্বল এবং সেই যমুনা নদীর গতি স্বচ্ছন্দ। মনোহর এই যমুনাতীরে দিব্য বৃক্ষ ও লতাকীর্ণ সমাগমে বৃন্দাবন বিরাজিত। সেই সুশীতল যমুনা পুলিনে সহস্রদল পদ্মের পরাগ ইতস্ততঃ প্রক্ষেপ পূর্বক মৃদু-মন্দগামী সুগন্ধ বহন করিয়া পর্য্যাপ্তরূপে মুহুর্মূহু প্রবাহিত। এই বৃন্দাবনেই দ্বাত্রিংশৎ বন-বিরাজিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজ নিকুঞ্জ অবস্থিত।

মহানদী যমুনা

এক সময় শ্রীকৃষ্ণ নদীশ্রেষ্ঠা যমুনাকে গোলোকে বৃন্দাবনে আগমনার্থ আদেশ করেন। তখন যমুনা কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমনোদ্যতা হইলে বিরজা ও গঙ্গা এই নদীদ্বয় যমুনার অঙ্গে লীন হন। এই জন্য যমুনাকে পরিপূর্ণতমা এবং পরিপূর্ণতম কৃষ্ণের প্রধানা পাটরাণী বলা হয়। অনন্তর এক সময়ে সরিদ্‌বরা যমুনা নিজ প্রবল বেগে বিরজার বেগ ভেদ করিয়া, তাঁহাকে পৃথক করিয়া দেন এবং স্বয়ং নিকুঞ্জদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যান। তারপর মহানদী যমুনা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সমূহ স্পর্শ করিয়া গঙ্গার সঙ্গে মিলিতা হন।

বামন অবতার কল্পে বামন দেবের বামপদাঙ্গুষ্ঠের নখদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড কটাহ নির্ভিন্ন হইলে যে বিবর প্রকাশ হয়, যমুনা নদী সেই বিবর পথে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। তৎপরে ধ্রুবমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। অতঃপর ব্রহ্মমণ্ডল বৈকুণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মলোক প্লাবিত করেন এবং তৎপরে শতশত দেবলোকের একলোক হইতে অন্যলোকে উপনীত হন। অনন্তর অনন্ত বেগে সুমেরু পর্বতের মস্তকে পতিত হন এবং গিরিশৃঙ্গ সমূহ অতিক্রম করিয়া গণ্ডগিরি সকল ভেদ করত সুমেরুর দক্ষিণ দিক দিয়া গমনে উদ্যতা হন। তারপর যমুনা ও গঙ্গা পরস্পর পৃথক হইয়া, গঙ্গা হিমালয় পর্বতে এবং যমুনা কালিন্দ পর্বতে গমন করেন। যমুনা যখন কালিন্দ পর্বত হইতে নির্গত হন তখন তিনি ''কালিন্দী'' নামে আখ্যাতা হইয়া থাকেন। বেগবতী যমুনা কালিন্দ গিরির সানুস্থিত সুদৃঢ় গণ্ডগিরি তটসকল ভেদ করিয়া পৃথ্বীতলে পতিত হন এবং সেখানকার দেশ সকল পবিত্র করিয়া খাণ্ডব কাননে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কালিন্দ নন্দিনী যমুনা পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য পরম দিব্য দেবী-দেহ ধারণপূর্বক কঠোর তপস্যা করিয়া ছিলেন। তিনি অনেক দিন পিতৃগৃহে কালিন্দ পর্বতের কন্যারূপে মনুষ্যদেহে বিরাজিত থাকিয়া বেগময় জলরূপে ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভূতলে আবির্ভূত হইবার পূর্বে দেবলোকে ব্রহ্মার মানস সৃষ্ট্যা দেবীকন্যা সাবিত্রীর গর্ভে যমুনা তপোবলে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরবর্তীতে যমুনা দেবী সূর্য্যদেবের কন্যারূপে আবির্ভূতা হন।

বিশ্বকর্মার ''সংজ্ঞা'' নামে এক কন্যা ছিল। সূর্য্যের সঙ্গে সংজ্ঞাদেবীর বিবাহ হয়। সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারায় সংজ্ঞা সূর্য্যকে দেখিয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিলেন বলিয়া সূর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া সংজ্ঞাকে অভিশাপ দেন যে তাঁহাকে দেখিয়া চোখ বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে সেই পুত্র প্রজা-সংযম ''যম'' হইবে অর্থাৎ, প্রজাদের সংযম করিবে। সংজ্ঞা সূর্য্যের সেই অভিশম্পাত শ্রবণে আবার স্বামীর প্রতি চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। ইহাতে সূর্য্য তাহাকে বলিয়াছিলেন, ''আমার প্রতি চঞ্চল দৃষ্টিপাত করাতে তোমার যে কন্যা হইবে, সে চঞ্চলা নদীরূপে পরিণত হইবে।'' কালক্রমে সংজ্ঞার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ

করে। পুত্রের নাম প্রজাসংযম ''যম'' এবং কন্যার নাম হয় ''যমুনা''। এই সূর্য্যকন্যা পরে নদী হয়। কালিন্দ পর্বত হইতে যমুনা নদীর উৎপত্তি।

ঋগ্‌বেদে বিবস্বান (সূর্য্য) ও সরণ্যু (সংজ্ঞা)-র সন্তান যম-যমী(যমুনা)। ইহারা যমজ ভ্রাতা ও ভগিনী। যম যমীর সহবাস আকাঙ্ক্ষা করিলে যমী তা প্রত্যাখ্যান করিয়া তপস্যা করিতে চলিয়া যান। মহাভারতে লিখিত আছে যে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনা ভ্রাতা যমকে নিজ গৃহে পূজা করিয়া আহারে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এইজন্যে যম দ্বিতীয়া বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথি আজও ভারতের ঘরে ঘরে প্রসিদ্ধ ও পালিত হয়। প্রবাদ আছে যে ঐ দিন ভগিনীর হস্তে আহার করিলে ভ্রাতার সর্বপ্রকার মঙ্গল হয়।

পরাৎপর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে ভগবৎলীলা নায়ক হইয়া অবতীর্ণ হইবেন সংকল্প করিলে পরে তখন শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে বলিলেন, ''যেখানে বৃন্দাবন ও যমুনা নদী ও গোবর্দ্ধনগিরি নাই সেখানে আমার মনে শান্তি হইবে না।'' তখন স্বয়ং ভগবান হরি নিজ গোলোকধাম হইতে চৌরাশী ক্রোশভূমি, গোবর্দ্ধন গিরি ও যমুনাকে ভূতলে প্রেরণ করিলেন। দেবী যমুনা শ্রীরাধিকার অন্যতম অন্তরঙ্গা সখী দক্ষিণা ছিলেন। যমুনা 'দক্ষিণা' রূপা, কালিন্দী নামে প্রবাহিতা হইলেন এবং 'লক্ষ্মণা' যথাক্রমে 'বিরজা' নদী হইলেন। যমুনা কালিন্দীরূপে মনুষ্যদেহে পতিগৃহে বিরাজিত থাকিয়া, তপোপ্রভাবে বেগময় জলরূপে ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন। শুভদ মথুরা-বৃন্দাবন সমীপে পরমরমণীয় সৈকতস্থলে মহাবনের পাশে গোকুলে প্রবিষ্ট হইয়া যমুনা সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংঘবদ্ধভাবে রাস করিবার অভিলাষে নিজ আবাস স্থল নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ব্রজ হইতে যখন তিনি প্রবাহ রূপে প্রচলিত হন, তখন তাঁহার অত্যন্ত ব্রজবিরহ ব্যথা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি প্রেমানন্দসিক্ত নয়নে আকুলিত হইয়া পশ্চিমবাহিনী হন। অতঃপর নিজবেগে তিনবার ব্রজমণ্ডলকে পরিক্রমা করিয়া নমস্কার করত তত্রত্য দেশ সকল পবিত্র করিতে করিতে তীর্থরাজ প্রয়াগে গিয়া যখন গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়া সমুদ্র গমনে উদ্যত হন তখন স্বর্গের দেবগণ জয়ধ্বনি সহকারে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন। যমুনা সাগরে উপনীত হইলে পরে গদগদ বাক্যে গঙ্গাকে হৃদয়সিক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন। যমুনা বলিলেন, ''হে গঙ্গে! তুমি ধন্যা; তুমি কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে জাতা সর্বলোকপূজিতা ও সকল ব্রহ্মাণ্ডের পাবনী। আমি ঊর্দ্ধে হরিপুর গোলোকে গমন করিতেছি, তুমিও আমার সহিত গমন কর। তোমার সমান পবিত্র তীর্থ হয়ও নাই আর হইবেও না। হে গঙ্গে, তুমি সর্বতীর্থময়ী, অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমি তোমাকে যদি কিছু মন্দবাক্য বলিয়া থাকি, তবে তাহা ক্ষমা কর।'' যমুনার কথা শুনিয়া গঙ্গা বলিলেন, ''হে যমুনে! তুমিও শ্রীকৃষ্ণ বামাঙ্গ সম্ভূতা, সুতরাং সর্বব্রহ্মাণ্ড পাবনী ও ধন্যা। তুমি পরমানন্দরূপিণী সর্বলোক পূজিতা ও পরিপূর্ণতমা। বিশেষতঃ তুমি পরিপূর্ণতম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়া পাটরাণী বলিয়া পরিগণ্যা; অতএব হে কৃষ্ণে! আমিও তোমায় প্রণাম করি। তুমি তীর্থ ও দেবগণেরও দুর্লভ গোলোকেও তুমি সুলভ নহ। আমি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে শুভাবহ পাতালে গমন করিতেছি, কিন্তু তোমার বিরহ ব্যথায় গমনে সমর্থ হইতেছি না। আবার ব্রজপুরের রাসমণ্ডলে একত্রে মিলিত হইব। হে হরিপ্রিয়ে! আমি যদি কিছু অপ্রিয় বলিয়া থাকি তবে তাহা ক্ষমা করিও।'' এই প্রকারে গঙ্গা ও যমুনা পরস্পর প্রণাম বিনিময় করত দ্রুত প্রচলিত হইলেন। তৎপরে সুরনদী গঙ্গা সমস্ত লোক পবিত্র করত পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া শেষনাগের ভোগবতী বনে 'ভোগবতী' নামে বিখ্যাতা হইলেন। ত্রিলোচন শঙ্কর ও শেষনাগ তদীয় জল নিজ নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। অনন্তর অতি বেগবতী যমুনা স্বীয় বেগে সপ্তসাগর মণ্ডল ভেদ করিয়া সপ্ত-দ্বীপময়ী পৃথিবীকে আপ্লুত করত স্বর্ণময়ী ভূমির মধ্য দিয়া লোকাচলে উপনীত হইলেন। অনন্তর উচ্ছলিত জলবেগে লোকালোক পর্বতের সানুস্থিত গণ্ডশৈলের তটভূমি ভেদ করিয়া দ্রুত তাহার শিখর প্রদেশে উৎপতিত হইলেন এবং ক্রমে তদুর্দ্ধে স্বর্গে গমন করিলে পর ব্রহ্মলোক হইতে অখিল সুরলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকে পরিব্যাপ্ত হইলেন। তারপর ব্রহ্মদ্রবযুক্ত হরিপাদস্থান ব্রহ্মাণ্ডরন্ধ্রে উপনীত হইয়া পুনর্বার গোলোকে গমন করিলেন। তখন দেবগণ প্রণত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

দ্বাপরে একবার বলরাম ভাবোন্মত্ত অবস্থায় জলক্রীড়া করিবেন বলিয়া যমুনাকে তাঁহার নিকট আহ্বান করেন। কিন্তু যমুনা বলদেবের কথায় কর্ণপাত না করায় বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গল দ্বারা যমুনাকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী যত্রতত্র যমুনাকে অনুগমন করিতে বাধ্য করেন। এইজন্যে যমুনা নদী তখন তাহার দৈবী স্বরূপের নারীমূর্তি ধারণ করিয়া বলরামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন (লাঙল দিয়া বলরাম যমুনাকে যে পথে টানিয়া

আনিয়াছিলেন সেই পথে যমুনা আজও প্রবাহিতা)। অনেক অনুনয়ের পর বলরাম সন্তুষ্ট হইয়া যমুনাকে ক্ষমা করেন। তৎপরে বলরাম গোপীদের সঙ্গে তখন যমুনাতে জলক্রীড়া করেন।

ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরীর পর শ্রীকৃষ্ণ কয়েক দিবস গোকুলে অবস্থান করেন। এই সময় একদা কৃষ্ণ ও অর্জুন যমুনাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি সুন্দরী রমণীকে কৃষ্ণের জন্যে তপস্যা করিতে দেখেন। কৃষ্ণ পরিচয় নিয়া জানিতে পারেন যে ইনি দেবী কালিন্দী। কালিন্দী নিজ পরিচয় দানে শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহ করিতে চান। তারপর কৃষ্ণ ইঁহাকে দ্বারকাতে লইয়া গিয়া বিবাহ করেন। এই ঘটনার পর খাণ্ডবদাহন হয়। কালিন্দীর দশটি পুত্র — শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্ত, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক। (ভাগবত-১০/৬১/১৪)

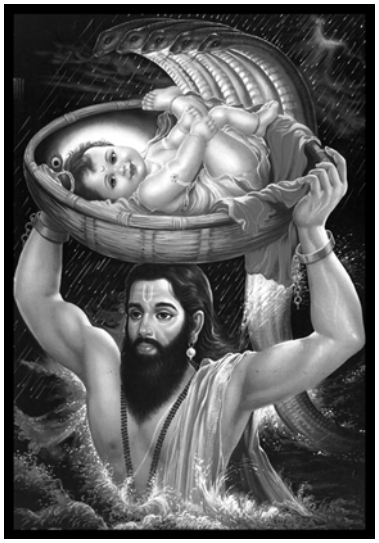

যমুনা নদীতে কৃষ্ণ ক্রোড়ে পিতা বসুদেব

অদ্রিকা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে শক্তিপুত্র মহর্ষি পরাশরের জন্যে দাশরাজ গৃহে 'সত্যবতী' (মৎসগন্ধা) রূপে প্রতিপালিত হন। ইনিই বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মাতা। ভগবৎস্বরূপের পথে ঈশ্বরকোটির ক্ষেত্রে এইখানেই দেখিতে পাওয়া যায় সাধনার পূর্ণতা। নিত্য পরিচয়ে যোগমায়ার যোগতত্ত্বে আসীনা যমুনাদেবী কালিন্দীরূপে কৃষ্ণ মহিষী আবার ভগবৎলীলা মাধুর্য্যে যোগতত্ত্বে আসীনা যমুনা 'সত্যবতী' রূপে মহাভারতের এক অনবদ্য দেবী চরিত্র। একদিকে জায়া এবং অন্যদিকে মাতা — দুটি ব্যক্তিত্বই কৃষ্ণরূপের অন্তর্গত ও অন্তরঙ্গা এবং বিশ্ব প্রকৃতি তত্ত্বে যমুনা নদীরূপিণী। একই কালে, একই যুগে ভগবৎলীলা মাধুর্য্যে আপ্লুতা দেবী যমুনা চরিত্র এক অত্যাশ্চর্য্য বিজ্ঞানমণ্ডিত বিস্ময়।

যৌগিক তাৎপর্য :— শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব সদ্য জাত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া এই যমুনা নদী হাঁটিয়া পার হইয়াছিলেন; যমুনা পথ করিয়া দিয়াছিলেন। সৃষ্টিতত্ত্বের যোগমার্গে যমুনা হলেন গোলোক হইতে উদ্ভূতা নদীরূপা দেহাভ্যন্তরস্থ সুষুম্নার একটি বিশেষ নাড়ী, যিনি জড়-প্রকৃতির চেতনাকে বহন করিয়া গঙ্গারূপী চৈতন্যা-প্রকৃতির চেতনায় সম্মীলিত করেন। ইহার ফলে সত্তার জড় প্রকৃতিজ চেতনা ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগামী হইয়া গঙ্গারূপী নাড়ীতে সুষুম্না পথে সত্তাকে চৈতন্যা প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করেন। গঙ্গার একটি ধারা সরস্বতী ব্রহ্মবিন্দু রূপা মহাজ্ঞান প্রদায়িনী, ব্রহ্মনাড়ী, ব্রহ্মমার্গ বা অবধূতীন্ মার্গ বলিয়া যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছেন। জীবাত্মারূপী বসুদেব দেহরূপ মায়া কারাগারে আবদ্ধ। কৃষ্ণ মহাপ্রাণরূপী বাসুদেব স্থির প্রাণ চৈতন্যসম ব্রহ্মাণুসদৃশ আত্মা দেহাভ্যন্তরস্থ রথের ভগবৎস্বরূপ রথী; এই বাসুদেবকে ক্রোড়ে করিয়া বসুদেব জড়-প্রকৃতি চেতনার পথরূপী যমুনা নদীকে বা নাড়ীকে অতিক্রম করিয়া গোকুলে অর্থাৎ দিব্যচেতনার মণ্ডলে প্রেরণ করেন। এই কারণে যমুনাকে মুক্তিগামী পতিতোদ্ধারিণী আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। যমুনায় স্নান করিলে স্বর্গের পথ উন্মুক্ত হয়। সুষুম্না নাড়ী মধ্যে দক্ষিণাংশে যমুনা নদী, বজ্রা নাড়ীতে গঙ্গা এবং চিত্রা ও ব্রহ্ম নাড়ীতে সরস্বতী নদী প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রদায়িণী।

এক্ষেত্রে ডঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজজীর 'শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থ হইতে যমুনার বিষয় কিছু উদ্ধৃত করিতেছি — ''গোবর্দ্ধন পর্বত অপ্রাকৃত লীলার একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র। ইহার সঙ্গে ইহা হইতে নিঃসৃত মানস গঙ্গার সবিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বৃন্দাবন তলবাহিনী শ্রীযমুনার স্থানও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বিরজা ভেদ না হইলে যেমন বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশলাভ হয় না ঠিক সেই প্রকার যমুনা ভেদ না করিতে পারিলে স্বয়ং ভগবানের ধামে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যমুনা সুষুম্না স্থানাপন্ন, একথা বৃহৎসংহিতাতে স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুষুম্নাকে আশ্রয় না করিয়া যেমন যোগীর যোগ সঞ্চার সম্ভবপর হয় না, ঠিক সেই প্রকার যমুনাকে আশ্রয় না করিয়াও ভগবানের নিত্য লীলার স্থান আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। যমুনা সূর্য্যকন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কালাত্মক যমও সূর্য্যের তনয়। সুতরাং কালের অতীত নিত্যধাম কালশক্তি যমুনার পরপারে অবস্থিত — ইহা স্বাভাবিক।''

— ওম তৎ সৎ —